দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্‌ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্‌॥

১। অন্বয়ঃ অথ মুদিতাত্মভিঃ জ্ঞাতিভিঃ পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) অনুগীয়মানঃ কৃষ্ণঃ গোকুল-মণ্ডিতং (গো গোপগোপীভিঃ পরিশোভিতং) ব্রজং ন্যবিশৎ (প্রাবিশৎ)।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—অতঃপর প্রাতঃকালে হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত ও ধেনুগণে শোভিত হয়ে কৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করলেন—পিছে পিছে বন্ধুগণ তার যশোগান করতে করতে চলছিল।

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ অথ প্রাতর্জ্ঞাতিভিরিতি তদাপি তদ্ভাবমাধুর্য্যাপরিত্যাগো দর্শিতঃ। পরিতো বৃতঃ স্নেহাতিরেকেণ সর্ব্বত আবরণতয়া বেষ্টিতোঽনুগীয়মানশ্চ। গোকুলমণ্ডিতমিতি—প্রাক্‌ গবাং প্রবেশাৎ, ক্রিয়াবিশেষণং বা, প্রাতরেব গোপ্রবেশনং, তদুপদ্রবস্ফোরকত্বেন দবদগ্ধত্বেন চ তৎ-প্রদেশং ত্যক্ত্বা ক্রোশমাত্রস্থিতস্য ব্রজস্য পরতশ্চারণেচ্ছয়া ইতি জ্ঞেয়ম্‌। তাদৃশ-কুসময়গত-তদ্‌যাত্রাপরি-বর্ত্তনেচ্ছয়েতি বা। বিশেষতস্তু কারণং মনুষ্যা ইব পশবোঽপি তং ব্রজং প্রবিশন্তং ত্যক্তুং নাশকন্নিতি।

১। শ্রীজীব-বৈ॰তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—অতঃপর, প্রাতঃকালে। **জ্ঞাতিভিঃ ইতি**—হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হয়ে, এইরূপে রাত্রিকালের সেই কারুণ্যময় প্রেম-মাধুর্য তখন পর্যন্তও অপরি-ত্যাগ দেখানো হল। **পরিবৃতো**—স্নেহের আতিশয্যে (জ্ঞাতিগণের দ্বারা) চতুর্দিকে আবরণরূপে বেষ্টিত এবং অনুগীয়মান কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডিত ব্রজে প্রবেশ করলেন। **গোকুলমণ্ডিতম্‌**—আগে ধেনুদের প্রবেশ হেতু ব্রজজনদের প্রবেশ কালে ব্রজ গো সমূহে মণ্ডিত ছিল, বা ক্রিয়া বিশেষণও হতে পারে, যথা—কৃষ্ণ ধেনু সমূহ মণ্ডিত হয়ে প্রবেশ করলেন—সাধারণতঃ প্রাতঃকালেই গোগণ বনে যায়, এদিন প্রাতঃকালেই তাদের ব্রজে প্রবেশ কেন ? তাই বলা হচ্ছে কালিয়ের বিষে বিষাক্ত হয়ে যাওয়া হেতু এবং দাবাগ্নিতে দগ্ধ

২। ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্॥

২। অন্বয় ঃ এবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া (গোপালনং ছদ্মেতি যা মায়া তস্য ছদ্মতাবাদিনাং বঞ্চনং) বিক্রীড়তোঃ (বিবিধ বিহারং কুর্ব্বতোঃ) রামকৃষ্ণয়োঃ শরীরিণাং (প্রাণি মাত্রাণামেব) নাতিপ্রেয়ান্ (নাতিসুখদঃ) গ্রীষ্মোনাম ঋতুঃ অভবৎ।

২। মূলানুবাদ ঃ এইরূপে গোপালনের ছলে লোক বঞ্চনা করে ব্রজবালাদের সহিত বনে বিহার করতে থাকলেন রামকৃষ্ণ। আর এরই মধ্যে প্রাণীদের অনতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু এসে পড়ল।

হয়ে যাওয়া হেতু সেই বন ভাগ ত্যাগ করত ক্রোশমাত্র স্থিত ব্রজের বিদূরে চারণের ইচ্ছা হেতু ব্রজে প্রবেশন, এরূপ বুঝতে হবে, বা তাদৃশ কুসময়গত সেই যাত্রা পরিবর্তন ইচ্ছা হেতু। কিন্তু বিশেষ কারণ তো হল, মানুষের মতো পশুরাও সেই ব্রজে প্রবেশ করলেন, ঐ ব্রজ ছেড়ে থাকতে অসমর্থ হয়ে॥ জী০ ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গ্রীষ্মর্ত্তুবর্ণনং কেলৌ কৃষ্ণঃ শ্রীদামবাড়ভূৎ। রামঃ প্রলম্বমারুহ্যাইহন্নিত্যষ্টাদশে কথা॥ বি০ ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অষ্টাদশের কথা—গ্রীষ্ম ঋতু বর্ণন, বাহ্য-বাহক খেলায় কৃষ্ণ দামের বাহক হলেন, আর রামকে বহন করে নিয়ে পালাতে লাগল প্রলম্বাসুর॥ বি০ ১॥

২। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকা ঃ গোপালনং ছদ্মেতি যা মায়া তস্য, ছদ্মতা-বাদিনাং বঞ্চনং তয়া ক্রীড়তোস্তান্ বঞ্চয়িত্বা বিহরতোরিত্যর্থঃ; যদ্বা, গোপালনমপি ছদ্মক্রীড়ান্তরাভিপ্রায়শালি যত্র তাদৃশী যা মায়া জনবঞ্চনং তয়া ক্রীড়তোঃ বিচিত্রক্রীড়াবিশেষানপি কুর্ব্বতোঃ; নাম প্রাকাশ্যে, গ্রীষ্ম ইতি গ্রীষ্মান্তরমভবদিত্যর্থঃ। নাতিপ্রেয়ানিত্যতি-শব্দো জলকেল্যাদীনাং কিঞ্চিৎ প্রিয়তাপেক্ষয়া॥ জী০ ২॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপালচ্ছদ্মমায়য়া—গো-পালনটা হল মায়া, ছল এইরূপ যে মায়া কৃষ্ণের, **তয়া বিক্রীড়তোঃ**—সেই মায়া দ্বারা প্রতিপক্ষদের বঞ্চনা করে বিহার করতে লাগলেন, এরূপ অর্থ। অথবা,গোপালন কর্ম ছল, অন্য গোপন ক্রীড়ার অভিপ্রায় যুক্ত—এইরূপ যে মায়া (জনবঞ্চন) তা বিস্তার করত **বিক্রীড়তোঃ**—বিচিত্র ক্রীড়া বিশেষ করতে থাকলেন। **গ্রীষ্মনামঃ**—নামেই গ্রীষ্ম ঋতু, গুণে নয় অর্থাৎ সাধারণতঃ গ্রীষ্ম বলতে যা বুঝা যায়, তার থেকে ভিন্ন। অতি সুখপ্রদ নয়, 'অতি' শব্দ দেওয়া হল, গ্রীষ্মে জলকেলি প্রভৃতিতে যে কিঞ্চিৎ সুখ হয়, তার অপেক্ষায়॥ জী০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গোপালনং ছদ্ম বনগমনায় মিষং যস্যাং তথা ভূতা যা মায়া প্রচ্ছন্নকামতাময়ী জনবঞ্চনা তয়া বিক্রীড়তোর্ব্রজবালাভিঃ সহ বিহরতোরিতি। বলদেবস্যাপি পৃথক্ কান্তা গোপ্যঃ আনন্দবৃন্দাবনে দৃষ্টাঃ। মূলেঽপ্যুপরিষ্টাদ্ব্যক্তীভবিষ্যন্তি॥ বি০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপালচ্ছদ্মমায়য়া—গোপালন হল **ছদ্ম**—বন গমনের জন্য একটা ছল। এই ছলনাময়ী মায়া দ্বারা অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কামতাময়ী জন বঞ্চনার দ্বারা **বিক্রীড়তো**—ব্রজ

৩। স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাৎ রামেণ সহ কেশবঃ॥
৪। যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদ নিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্।
শশ্বত্তচ্ছীকরজ্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্॥

৩। **অন্বয়ঃ** যত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশবঃ রামেণ সহ আস্তে (বিহরতি) [তত্র শ্রীবৃন্দাবনে] স চ (গ্রীষ্মো নামঋতুঃ) বৃন্দাবনগুণৈঃ বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।

৪। **অন্বয়ঃ** যত্র (বৃন্দাবনং) নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্ত স্বনঝিল্লিকং (নির্ঝরাণাং ঘোষেণ আচ্ছন্ন ধ্বনয়ো সূক্ষ্মকীটা যস্মিন্ তথাভূতং স্থলং) শশ্বত্তচ্ছীকরজীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং (নিরন্তরং নির্ঝরাণাং জলকণৈঃ স্নিগ্ধাঃ যে দ্রুমাঃ তেষাং মণ্ডলৈঃ ভূষিতং)।

৩। **মূলানুবাদঃ** সেই গ্রীষ্মকালীন বৃন্দাবন গুণে বসন্তের মতই অনুভূত হতে লাগল। এ আর এমন কি মাহাত্ম্য—যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশব রামের সহিত নিত্য বাস করছেন।

৪। **মূলানুবাদঃ** যেখানে ঝরণার শব্দে ঝিঁঝি পোকার ডাক ঢেকে গিয়েছে, নিরন্তর ঝরণার জলকণা স্পর্শে স্নিগ্ধ তরুরাজিতে বনভূমি পরম শোভা ধারণ করে আছে।

বালাদের সঙ্গে বিহার করে বেড়াতে লাগলেন। বলদেবেরও পৃথক্ কান্তা গোপীর উল্লেখ আনন্দবৃন্দাবনে দৃষ্ট হয়। মূলেও পরের প্রয়োগ থেকে ইহা প্রকাশিত হবে॥ বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স চ সোঽপি তদ্গুণাং নিত্যবসন্তসান্নিধ্যকরত্বং, কিয়দ্বা মাহাত্ম্যম্? ইত্যভিপ্রেত্যাহ—যত্রেতি। 'যস্মাত্ত্বয়ৈষ দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন। তস্মাৎ কেশবনামা ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত রীত্যা কেশবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণ এব। অতএব ভগবান্ পরিপূর্ণ সর্ব্বভগঃ; আস্তে নিত্যমেব বিহরতি, বর্ত্তমান-প্রয়োগস্তু শ্রীকৃষ্ণস্য স্বস্ফূর্ত্ত্যনুসারে॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স চ**—সেই গ্রীষ্মকালও (বসন্তের মত অনুভূত)। গ্রীষ্মকে বসন্তের মত করে দেওয়া কি আর এমন মাহাত্ম্য সেই বৃন্দাবন-গুণগণের? এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে, **যত্র ইতি**—যেখানে ভগবান্ কেশব রামের সহিত নিত্য বাস করেন।—"যেহেতু তার দ্বারা এই দুষ্টাত্মা লোকপীড়ক কেশীদৈত্য হত হল, তাই একে লোকে কেশব নামে কীর্তন করবে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি অনুসারে এখানে কেশব বলতে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই। অতএব ভগবান্ পরিপূর্ণ সর্ব ঐশ্বর্য। **আস্তে**—নিত্যকাল বিহার করেন—বর্তমান প্রয়োগ শ্রীশুকদেবের নিজের স্ফূর্তি অনুসারে॥ জী০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যত্রেতি পঞ্চকং, তদ্বনমবিশদিতি পঞ্চমেনান্বয়াৎ। তথাপি পৃথগঙ্কয়িষ্যতে বৈশদ্যায়। যত্র বৃন্দাবনে সামান্যেন সর্ব্বমেব স্থানং নির্ঝরেত্যাদি-লক্ষণং শশ্বদিত্যাদি-লক্ষণঞ্চ; যদ্বা, নির্ঝরনির্হ্রাদেন বর্ষাভ্রমজনকেন নিবৃত্তস্বনা যে ঝিল্লয়ঃ, তৈঃ কং সুখং দুঃখাভাব ইতি যাবৎ। তাদৃশদ্রুম-

৫। সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে॥

৫। অন্বয়ঃ [যত্র] অতি শাদ্বলে (হরিত তৃণময়ে) কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা (কমল-কুবলয়াদি কুসুমপরাগবহেন) সরিৎসরঃ প্রস্রবনোর্মিবায়ুনা (নদ্যাদি তরঙ্গস্পর্শি সুশীতল বায়ুনা) বনৌকসাং নিদাঘবহ্ন্যর্কভবঃ দবঃ (তাপঃ) ন বিদ্যতে।

৫। মূলানুবাদঃ যেখানে কহ্লার-পদ্ম-উৎপলের রেণুহারী, নদী-সরোবর-প্রস্রবণের তরঙ্গমালা-স্পর্শী বায়ুতে অতি কোমল সবুজতৃণে ছাওয়া বনভূমি বিরাজিত থাকায় নিদাঘের তীব্র রৌদ্র জনিত তাপ বোধ নেই ব্রজজনদের।

মণ্ডলৈর্মণ্ডনঞ্চ যত্র ভবতি, ভাবে নিষ্ঠা। অত্র টীকায়াং তেষামিতি ষষ্ঠীনির্দ্দেশাৎ মণ্ডলৈরিত্যেব বুধ্যতে। মণ্ডপৈরিতি পাঠে তু কথঞ্চিদেব সা যোজ্যা॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যত্র ইতি—'যত্র' শ্লোক থেকে 'বনং' শ্লোক পর্যন্ত ৫টি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। গ্রীষ্মকালীন বৃন্দাবনের বর্ণনের পর 'ক্রীড়িষ্যমান' ৮নং শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় করে বলা হল, এইরূপ স্নিগ্ধ সুন্দর বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। এরূপে অন্বয় হলেও ৭ ও ৮ নং শ্লোক পৃথক্ অঙ্কই হবে। **যত্র**—যে বৃন্দাবনে সাধারণ ভাবে সকল স্থানই 'নির্ঝর' ইত্যাদি লক্ষণ এবং 'শশ্বৎ' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। অথবা, বর্ষাভ্রমজনক নির্ঝরের শব্দে আচ্ছন্নধ্বনি-ঝিল্লি সকলের দ্বারা এই বন সুখ পূর্ণ হয়ে উঠ্ছে আর দূর হয়ে যাচ্ছে সকল দুঃখ। জলকণা স্পর্শে স্নিগ্ধ তরুরাজিতে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে এই বৃন্দাবন। পাঠ 'মণ্ডল' 'মণ্ডপ' দুরকম থাকলেও শ্রীধরের টীকা অনুসারে 'মণ্ডল' পাঠই সমীচীন॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বসন্তসাম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ। যত্র বৃন্দাবনে গ্রীষ্মেঽপি নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনা আচ্ছন্নধ্বনয়ো ঝিল্লিকাঃ কঠোরভাষিসূক্ষ্মকীটা যস্মিন্ তথাভূতং স্থলং ভবতীতি শেষঃ। শশ্বত্তেষাং শীকরৈরম্বুকণৈঃঋজীষাঃ স্নিগ্ধা যে দ্রুমাস্তেষাং মণ্ডলৈর্মণ্ডিতম্॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বৃন্দাবনের গ্রীষ্মের বসন্ত সাম্য বলা হচ্ছে—চারটি শ্লোকে। **যত্র**—যে বৃন্দাবনে গ্রীষ্মেও নির্ঝরের **নির্হ্রাদেন**—শব্দে **নিবৃত্তস্বনা ঝিল্লিকা**—যেখানে ঝিঁঝি পোকার ডাক ঢেকে গিয়েছে, এমনই একটি স্থান এই বৃন্দাবন। নিরন্তর নির্ঝরের জলকণা স্পর্শে **ঋজিষাঃ**—স্নিগ্ধ তরু-রাজি মণ্ডিত এই বন॥ বি০ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যত্র চ বৃন্দাবনে, সরিদিত্যাদিনা বায়োঃ সুশৈত্যাদিক-মুক্তম্, অয়মেকো দবাভাবে হেতুঃ, অতিশাদ্বল ইত্যন্যঃ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম। প্রাবৃট্কালে ইবোদ্ভূতং নবশষ্পং সমন্ততঃ॥' ইতি। শাদ্বল ইতি দকারমধ্য এব পাঠঃ, 'নরশাদার্ড্ড্বলচ্' (পা ৪।২।৮৮) ইতি স্মৃতেঃ॥ জী০ ৫॥

৬। অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভির্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা ভুবো রসঃ শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্ণতে॥

৬। অন্বয়ঃ যত্র বিষোল্বনাঃ (বিষবৎ অতি তীক্ষ্ণাঃ) চণ্ডাংশুকরা (সূর্য্যকিরণাঃ) অগাধতোয়-হ্রদিনীতটোর্মিভিঃ (অগাধজলাঃ হ্রদিন্যঃ তাসাং তটস্পর্শিভিঃ উর্মিভিঃ) পুলিনৈঃ দ্রবৎ পুরীষ্যাঃ (আর্দ্রং পঙ্কং যস্যাঃ) ভুবঃ সমন্ততঃ শাদ্বলিতং রসং চ ন গৃহ্ণতে।

৬। মূলানুবাদঃ যেথায় অগাধজলময় নদী সমূহের তটস্পর্শী তরঙ্গে তটভূমির ধূলা বালি সদাই আর্দ্র অবস্থায় থাকছে, আর সেই জন্য তটভূমির শীতলতা প্রাপ্ত রস বিষতুল্য উগ্র নিদাঘ সূর্য চুষে নিতে পারছে না।

৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ এবং যে বৃন্দাবনে নদী, সরোবর প্রভৃতি দ্বারা বায়ুর সুশীতলতা, তাই বলা হল—গ্রীষ্মের খরতাপ-অভাবের এই এক হেতু, অন্য হেতু বনের অতি সবুজতা—"অতঃপর এই বৃন্দাবনে গ্রীষ্মকাল অতিরুক্ষ হলেও বর্ষাকালের মত চতুর্দিকে শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গকুল খেলা করে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে কচিঘাস অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।"—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ॥ জী॰ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সরিদাদীনামূর্ম্ময়ো যতস্তেনেতি শৈত্যম্। কহ্লারাদীনাং রেণূন্ হর্ত্তুং নিঃশব্দত্বেনালক্ষ্যতয়া চোরয়িতুং শীলং যস্যেতি সৌগন্ধ্য মান্দ্যে দবস্তাপঃ। অন্যত্র নিদাঘো দাবানলভব-স্তাপো ভবতি সোঽত্র নাস্তীত্যাহ,—অতিশাদ্বলে অতিকোমলহরিততৃণাকীর্ণে॥ বি॰ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যেহেতু বায়ু নদী প্রভৃতির তরঙ্গমালার থেকে উঠেছে, তাই শীতল। কমলাদির রেণু নিঃশব্দে অলক্ষ্যভাবে চুরি করার স্বভাব বিশিষ্ট এই শীতল বায়ুর সৌগন্ধ্যে মান্দ্যে (ধীর প্রবাহে) দব—তাপ দূর হয়ে যায়। অন্যত্র নিদাঘের তীব্র রৌদ্রে দাবদগ্ধ প্রাণ—তা এখানে নেই, এই আশয়ে **অতিশাদ্বলে**—অতি কোমল হরিত তৃণাকীর্ণ বৃন্দাবনে॥ বি॰ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ কুতঃ? তদাহ—অগাধেতি, অগাধতোয়ত্বেন সদৈবোর্ম্মীণা-মুদ্ভবঃ স্থৌল্যঞ্চ সূচিতম্। উর্ম্মিভিরিতি—নিমিত্তং পুলিনৈরিত্যুপাদানং, তত্তন্ময়ত্বাৎ দ্রবৎ সদার্দ্রং পুরীষং মৃদ্‌যস্যাস্তস্যা ইত্যর্থঃ। ঈষর্থং গৌরাদৌ পঠনীয়ম্। শাদ্বলিতমিতি—আচারার্থ-ক্বিবন্তাভাবে নিষ্ঠা। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, অগাধেত্যাদিকং পুলিনবিশেষণম্। সমন্তত ইত্যস্য পরেণান্বয়ঃ, যত্র চ শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বাত্রাপীত্যর্থঃ, হ্রদিনীনাং বাহুল্যাৎ॥ জী॰ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ [শ্রীস্বামিপাদ—আচ্ছা শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত স্থান কি করে হল? এরই উত্তরে—**অগাধতোয় ইত্যাদি**—অগাধ জলপূর্ণ নদী সমূহের তটস্পর্শী ঢেউ তটভূমির সঙ্গে মিশে গলে গিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে যার মাটি, সেই তটভূমির রস ও **শাদ্বলিতং**—শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত রূপ সূর্যকিরণ বিষতুল্য উগ্র হলেও **ন গৃহ্ণতে**—হরণ করতে পারে না। [**অগাধ ইতি**—জল অগাধ হওয়া হেতু সব সময়ই ঢেউ এর উদ্ভব ও এই ঢেউ যে বড় বড়, তাই সূচিত হল এই পদে। ঢেউ নিমিত্ত কারণ আর

৭। বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্॥
৮। ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ॥

৭-৮। অন্বয়ঃ [যত্র] বনং শ্রীমৎ (শোভা সম্পন্নং) কুসুমিতং নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং (শব্দায়মান-পশুপক্ষীপূর্ণং) গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসং।

বলসংযুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্রীড়িষ্যমাণঃ (ক্রীড়ার্থং) গোপৈঃ গোধনৈঃ সংবৃতঃ বেণুং বিরণয়ন্ (বাদায়ন্) তৎ (বনং) অবিশৎ।

৭-৮। মূলানুবাদঃ যেথায় অপূর্ব শোভাযুক্ত বন প্রফুল্ল পুষ্পচয়ে ছেয়ে আছে, বিবিধ মৃগপক্ষী রব উঠিয়েছে, ময়ূর ভ্রমর নৃত্যগানে মত্ত হয়েছে, কোকিল সারস কূজন তুলেছে—সেই গ্রীষ্মকালীন বৃন্দাবনে ভগবান্ কৃষ্ণ ক্রীড়া-বিশেষ করবার ইচ্ছায় বলদেবের সহিত একান্তভাবে মিলিত এবং গোপবালক ও গোধনে পরিবেষ্টিত হয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করলেন।

তটভূমি উপাদান কারণ—এই দুই-এর সংযোগ হেতু **দ্রবৎপুরিষ্যাঃ**—সদা আর্দ্র 'পুরিষং' মাটি যার সেই তটভূমির রস ও কচি কচি ঘাসের সবুজ অবস্থা চুরি করতে পারে না সূর্য কিরণ। স্বামিপাদের টীকার খেই ধরে অর্থান্তর—'অগাধতোয়, ইত্যাদি তটভূমির বিশেষণ। **সমন্ততঃ ইতি**—সর্বত্রই এর অন্বয় পরের চরণের সঙ্গে করে অর্থ হবে, **যত্র চ**—যে বৃন্দাবনের সর্বত্রই এই একই অবস্থা—নদীর বাহুল্য হওয়া হেতু॥ জী॰ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অর্কভবতাপাভাবে পূর্ব্বোক্তদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতত্বমেব হেতুরস্তি হেত্বন্তর মপ্যাহ,—অগাধতোয়া হ্রদিন্যস্তাসাং তটস্পর্শিভিরূর্ম্মির্দ্রবৎ সদৈবার্দ্রং পুরীষং পঙ্কং যস্যাস্তথাভূতায়া ভুবো রসং ন গৃহ্নতীত্যন্বয়ঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রসং কীদৃশং সমন্ততঃ পঙ্কিলৈঃ পুলিনৈঃ শাদ্বলিতং শাদ্বলযুক্তী-কৃতং "বিন্মতোর্লুগ্" ইতি মতুপো লুক্॥ বি॰ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সূর্য-জনিত তাপ অভাবের কারণ পূর্বে 'বড় বড় বৃক্ষ সমূহে শোভিত' বাক্যে বলা হয়েছে, এই শ্লোকে অন্য একটি হেতু বলা হচ্ছে—'অগাধতোয়' ইত্যাদি। অগাধজল-পূর্ণ নদী সমূহের তটস্পর্শী তরঙ্গে **দ্রবৎ**—সদাই আর্দ্র **পুরীষ্যাঃ**—কাদাপুঞ্জ যার তথাভূতা **ভবঃ**—ভূমির রস গ্রহণ করে না। কীদৃশ রস? **সমন্ততঃ**—সদাই কর্দমাক্ত তটভূমির সহিত **শাদ্বলিতং**—শৈত্যগুণ যুক্তিকৃত রস। অর্থাৎ সবুজতৃণে আচ্ছাদিত কর্দমাক্ত তটভূমির রস॥ বি॰ ৬॥

৭-৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ পঞ্চকান্তরেব বনমিতি যুগ্মকম্। শ্রীমত্ত্বং স্বতঃ বিশেষ-তশ্চাহ—কুসুমিতমিত্যাদিনা; কুসুমিতং প্রফুল্লাশেষপুষ্পব্যাপ্তমিত্যর্থঃ, গ্রীষ্মেঽপি বসন্তগুণৈঃ। এবং দ্বিজ-শব্দেন গৃহীতানামপি ময়ূরাদীনাং পৃথগুক্তিরন্যর্ত্তু শ্রীণামপি সম্বলনং বোধয়তি। ক্রীড়িষ্যমাণঃ ক্রীড়িষ্যন্নিতি ক্রীড়াবিশেষাপেক্ষয়া, যতঃ কৃষ্ণঃ জগচ্চিত্তাকর্ষকলীলঃ, অতএব ভগবান্। বলদেবেন সম্যগ্‌যুত ইতি বিশে-

৯। প্রবালবর্হস্তবক-স্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** প্রবালবর্হস্তবক স্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ রামকৃষ্ণাদয়ঃ গোপাঃ ননৃতুঃ যুযুধুঃ জগুঃ (গানঞ্চক্রুঃ)।

৯। **মূলানুবাদঃ** রামকৃষ্ণাদি গোপবালকগণ তথায় প্রবাল-ময়ূরপুচ্ছ-মাল্য-গেরুয়ামাটিদ্বার ভূষিত হয়ে নৃত্য, পরস্পর যুদ্ধ এবং গান করতে লাগলেন।

ষেণোক্তিরগ্রে তেন প্রয়োজনবিশেষার্থং বিরণয়ন্ চিক্রীড়িষানন্দেন তদুৎসাহনেচ্ছয়া চ বিশেষতো বাদয়ন্, অতএব গোপৈঃ গাব এব ধনানি তৈশ্চ সম্যগ্ বৃতঃ; গোধনানামপি গোপক্রীড়ায়ামুপযুক্তত্বাৎ॥ জী০ ৭-৮॥

৭-৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্লোক পঞ্চকের মধ্যেই 'বনং' ও 'ক্রীড়িষ্য' শ্লোক দুটি আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। **শ্রীমন্নদৎ**—'শ্রীমৎ' স্বাভাবিক ভাবেই অপূর্ব শোভাযুক্ত—এর মধ্যে আবার বিশেষ হল—কুসুমিত ইত্যাদি। **কুসুমিত**—প্রফুল্ল অশেষ পুষ্পে ছেয়ে আছে বৃন্দাবন, এরূপ অর্থ, কারণ গ্রীষ্ম হলেও বসন্তের গুণ এতে বর্তমান, তাতেই এরূপ কুসুমিত এবং 'দ্বিজ' শব্দে ময়ূরাদিকে ধরা হলেও পুনরায় যে পৃথক্ উক্তি করা হল, কারণ এর দ্বারা উহাদের নৃত্য শোভাও সংযুক্তিকরণ বোঝানো হল। **ক্রীড়িষ্যমানঃ**—ক্রীড়া বিশেষ করবার অপেক্ষায় (বনে প্রবেশ করলেন), কারণ **কৃষ্ণ**—এই পদের ধ্বনি' জগচ্চিত্ত-আকর্ষকলীল, অতএব 'ভগবান্'। **বলসংযুক্ত**—বলদেবের সহিত 'সং' সম্যক্রূপে মিলিত হয়ে—'সং' পদে এই যে বিশেষভাবে উক্তি করা হল—তা অগ্রে তাঁর প্রয়োজন বিশেষ থাকার দরুণ। **বিরয়ন্**—লীলার আনন্দে ও সখাদের ও ধেনুকুলের উৎসাহ বর্ধন ইচ্ছায় বেণুবাদ্য, অতএব গোপেদের এবং গোরূপ ধনের দ্বারা সম্যক্ রূপে পরিবেষ্টিত; গোধনেরও গোপক্রীড়াতে উপযুক্ততা থাকা হেতু॥ জী০ ৭-৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** গোপা ইতি—গোপক্রীড়ায়াং নিজাভীষ্টত্বং স্পষ্টয়ন্, তত্র চ রামকৃষ্ণাদয় ইতি পরমবিদুষোঽপি স্বস্য তদানীমন্যনির্ব্বিশেষতয়া শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্গোপত্বস্ফূর্ত্ত্যা তয়োরপি তদাবেশাভিমানৌ সংমন্যমানস্তাদৃশক্রীড়ায়াঃ পরমাতিপরমানন্দময়ত্বং ব্যঞ্জিতবান্। অথ তল্লীলাবেশাদিকমেব ব্যঞ্জয়তি—ননৃতুরিত্যাদিনা॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গোপা ইতি**—রামকৃষ্ণাদি গোপবালকগণ গোপক্রীড়াতে নিজ নিজ অভীষ্ট স্বরূপ স্পষ্ট করে পরস্পর যুদ্ধ ও নাচতে গাইতে লাগলেন—এর মধ্যে **রামকৃষ্ণাদয় ইতি**—নট বিদ্যায় পরম কুশলী হলেও নিজেদের তদানীম্ অন্যের সহিত অভিন্ন ভাবনায় গোপক্রীড়া করতে লাগলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের গোপত্ব স্ফূর্তি হেতু। তাঁদের দুজনেরও তখন এই গোপক্রীড়ায় আবেশ অভিমান—তারা বিশেষভাবে মান্য করাতে এই ক্রীড়ার পরম অতিপরমানন্দময়ত্ব প্রকাশিত হল। অতঃপর সেই লীলা আবেশাদি প্রকাশ করা হচ্ছে—ননৃতু ইত্যাদি কথায়॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গোপা ইতি। রামস্যাপি গোপাভিমানত্বাৎ॥ বি০ ৯॥

১০। কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে॥
১১। গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥

১০। **অন্বয়ঃ** কেচিৎ কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ অবাদয়ন্ (বাদ্যং চক্রুঃ) কেচিৎ জগুঃ অথ অপরে শৃঙ্গৈঃ বেণুপাণিতলৈঃ প্রশশংসুঃ।

১১। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ, গোপজাতি প্রতিচ্ছন্নাঃ (ছদ্মনা গোপ গোপবিগ্রহধরাঃ) দেবাঃ গোপালরূপিনং কৃষ্ণরামং চ নটাঃ নটং ইব ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ)।

১০। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণ নৃত্য করতে নিলে গোপবালকদের মধ্যে কেউ কেউ গাইতে লাগলেন, কেউ কেউ বেণু, কেউ কেউ করতালি, কেউ কেউ শিঙ্গা বাজাতে লাগলেন, আবার অন্য কেউ কেউ সাধু সাধু বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।

১১। **মূলানুবাদঃ** নটগণ যেমন নটশ্রেষ্ঠের স্তুতি করে, সেইরূপ কৃষ্ণ সখাদের মধ্যেই অবস্থিত গোপবালকরূপী শিব-ব্রহ্মা-নারদাদি কৃষ্ণরামের স্তুতি করছিলেন।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গোপা ইতি**—রামেরও গোপ-অভিমান হেতু, তাঁকেও গোপদের মধ্যে ধরা হল॥ বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র বৈদেশিকয়োরিব নটবেশেন শ্রীদামসভায়াং সগণমাগতয়োঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্মুখ্যত্বেন প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নৃত্যং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণেতি দ্বাভ্যাম্। অপরে শ্রীদামাদয়ঃ সভাপতয়ঃ। অথ কার্ৎস্নেন সাধুসাধ্বিতি প্রশশংসুঃ, এবমন্যতোঽপি বিশিষ্টং তস্য নৃত্যকৌশলমুক্তম্॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টিকানুবাদঃ** এখানে যেন বিদেশ থেকে আগত এইরূপে নটবেশে শ্রীদামের সভার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সগণে প্রবেশ—এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরামের মুখ্যত্ব থাকায় প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বর্ণন করা হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ ইতি দুটি শ্লোকে। অপরে—শ্রীদামাদি সভাপতিগণ সকলে অথ—অতঃপর সাধু সাধু বলে প্রশংসা করতে লাগলেন—এইরূপে অন্য থেকে বিশিষ্ট কৃষ্ণের নৃত্য কৌশল বলা হল॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কৃষ্ণে নৃত্যতি সতীত্যর্থঃ॥ বি ১০॥

১০। **শ্রীবিনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ**—কৃষ্ণ নাচতে আরম্ভ করলেন॥ বি০ ১০॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অথ শ্রীদামাদীনাং সভাপতিতয়া নিবিষ্টানামগ্রতঃ সমুত্থায় স্থিতানন্যান্ নটবেশান্ প্রশংসকানপি গোপান্ প্রশংসনীয় শ্রীকৃষ্ণাদিবৈশিষ্ট্যায় প্রশংসতি—গোপেতি। দেবাঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনপটলাদৌ তত্তদুপাস্যত্বেন প্রসিদ্ধা ইতি সমানমহিমত্বং ব্যঞ্জিতম্। তর্হি কথং তাদৃশমহিমত্বেন ন কৈশ্চিৎপ্রতীয়ন্তে? কথং বা ভবদ্ভিঃ প্রতীয়ন্তে? তত্রাহ—দেবা অপি গোপজাত্যৈব প্রতিচ্ছন্না গুণাদিভিস্তু

স্পষ্টাঃ অবিবেকিনাং যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ্যেন ভ্রান্তির্ভবতি, ন তু বিবেকিনাং, প্রত্যুত তাদৃশেন তাদৃশলীলৌপয়িকত্বেন পরমগুণাবিষ্কারেণ চ চমৎকারাতিশয় এব স্যাদিতি ভাবঃ। নন্থ তেষাং গোপজাতিত্বমেব কুতঃ? তত্রাহ—গোপালরূপিণমিতি। নিত্যযোগে মত্বর্থীয়ঃ। ততস্তদত্যন্তাভীষ্টত্বং তস্য রূপস্য দর্শয়িত্বা তেষাং তদনুরূপত্বমেবানুরূপমিতি ধ্বনিতম্। এবং সমানরূপবেষত্বঞ্চ ব্যক্তম্, সমানগুণত্বঞ্চ ব্যনক্তি—নটা ইবেতি; এবমন্যেষ্বপি গুণেষু জ্ঞেয়ম্। অতঃ সর্ব্বথা তদ্‌যোগাত্বাৎ দেবয়ন্তি ক্রীড়য়ন্তি দেবা ইতি চ শ্লেষোক্তিঃ। হে নৃপেতি—নরোত্তমত্বেন ভবতৈবেদং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর সভাপতি বলে নিবিষ্টমনা শ্রীদামাদির সম্মুখ থেকে উঠে পড়ে দাঁড়ানো নটবেশ গোপবালকগণ কৃষ্ণের নৃত্যের প্রশংসা করতে লাগলেন। এই শ্লোকে কিন্তু শ্রীশুকদেব প্রশংসনীয় শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণের বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্য তাদের জন্য প্রশংসা করছেন—গোপেতি। **দেবা**—শ্রীশ্রীকৃষ্ণোপাসনা পটলাদিতে সেই সেই উপাস্যরূপে প্রসিদ্ধ এই কৃষ্ণসখা রাখাল বালকগণ—এইরূপে এদের কৃষ্ণের মতো একইরূপ মহিমা সূচিত হল। তা হলে কেন তাদের তাদৃশ মহিমা সম্পন্নরূপে কেউ বুঝতে পারছে না? আর কেনই বা আপনারা বুঝে নিতে পারছেন? এরই উত্তরে **গোপজাতি প্রতিচ্ছন্না**—এ গোপবালকগণ দেবতা হলেও (গোপ জাতি দ্বারাই গুপ্ত—কিন্তু গুণাদি দ্বারা স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত—অবিবেকিদের যৎকিঞ্চিৎ সাধারণের ধর্ম দর্শনেই ভ্রান্তি হয়, বিবেকিদের হয় না—প্রত্যুত এদের দ্বারা তাদৃশ লীলা উপযোগী রূপে ও পরমগুণ আবিষ্কারে চমৎকারাতিশয়ই হয়ে থাকে, এই সাধারণের ধর্ম, এরূপ ভাব। আচ্ছা তাঁদের গোপ-জাতিত্বই বা কোথা থেকে হয়? এরই উত্তরে **গোপালরূপিণঃ**—এই গোপালরূপটি তাদের নিত্য। অতঃপর কৃষ্ণের যে গোপালরূপ অত্যন্ত অভীষ্ট, তা ৯ নং শ্লোকে দেখাবার পর এই গোপবালকদের তদনুরূপটি অভীষ্ট রূপে দেখানো হচ্ছে এখানে। 'অনুরূপ' বাক্যটির ধ্বনি হল—এইরূপে কৃষ্ণের সমান রূপ বেষ এবং সমান নাট্য গুণ ব্যক্ত হল। অন্য গুণও কৃষ্ণের সমান ব্যক্ত হল, এরূপ বুঝতে হবে। সুতরাং সর্বভাবে কৃষ্ণের যোগ্য হওয়া হেতু **দেবা**—'দেবয়ন্তি' কৃষ্ণের খেলার সাথী। **হে নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ, তুমি নরোত্তম বলে তুমিই এসব বুঝতে পারবে, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণোপাসকৈর্ভক্তৈরুপাস্যত্বাদাগমাদিষু তথা প্রসিদ্ধ্যা চ দেবাঃ কিন্তু গোপজাত্যা প্রতিচ্ছন্না ইতি। তেষাং দেবানামপি গোপজাতিত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা, গোপজাতিষু কৃষ্ণসখেষু মধ্য এব প্রতিচ্ছন্না নরবেশেন ভব নারদাদয়ো ভক্তাস্তল্লীলাস্বাদার্থমিত্যর্থঃ। গোপালরূপিণমিতি নিত্যযোগে ইনিঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ-উপাসক ভক্তদের দ্বারা উপাসিত হওয়া হেতু, তথা আগমাদিতে প্রসিদ্ধি থাকা হেতু **দেবাঃ**—দেবতা, কিন্তু গোপজাতি দ্বারা গুপ্ত এই গোপবালকগণ, সেই দেবতাগণও গোপজাতি। অথবা, গোপজাতি কৃষ্ণ-সখাদের মধ্যেই গুপ্ত ভাবে নরবেশে শিব-নারদাদি ভক্তগণ

১২। ভ্রমণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ॥
১৩। ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।
শশংসতুর্মহারাজ সাধুসাধ্বিতিবাদিনৌ॥

১২। **অন্বয়** ঃ ক্বচিৎ কাকপক্ষধরৌ (কাকপক্ষাশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশা) ভ্রমণৈঃ লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈঃ আস্ফোটন বিকর্ষনৈঃ নিযুদ্ধেন চিক্রীড়তুঃ।

১৩। **অন্বয়** ঃ মহারাজ! ক্বচিৎ (কদাচিৎবা) অন্যেষু নৃত্যৎসু রামকৃষ্ণৌ স্বয়ং গায়কৌ বাদকৌ [ভূত্বা] সাধু সাধু ইতি বাদিনৌ শশংসতুঃ (প্রশংসয়ামাসতুঃ)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ পরস্পর হাত ধরে ঘুরানো, মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে বসা, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, বাহুমূলে তাল ঠোকা, ছেঁচড়িয়ে নিয়ে চলা—এইসব বাহুযুদ্ধ খেলায় কোথাও মত্ত হয়ে উঠলেন। কেশগুম্ফিত-ত্রিবেণীধারী রামকৃষ্ণ।

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে মহারাজ! কোথাও অন্য পোপবালকগণ নৃত্য করতে থাকলে রামকৃষ্ণ নিজেরা গায়ক বাদক হয়ে 'সাধু সাধু' ধ্বনিতে প্রশংসা করতে লাগলেন।

সেই সেই লীলা আস্বাদনের জন্য অবস্থিত। **গোপালরূপিণম্ ইতি**—নিত্যযোগে ইনিঃ অর্থাৎ এই রূপটি নিত্য॥ বি॰ ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ অথ নৃত্যকৌতুকানন্তরং কৃতং যুদ্ধকৌতুকং বর্ণয়তি—ভ্রামণৈরিতি। অন্যোঽন্যহস্তগ্রহণাদিনা ভ্রামণৈঃ, লঙ্ঘনৈঃ অধোনিপাত্যারোহণৈঃ, ক্ষেপৈঃ—প্রতিলোম-বিনোদনৈঃ, আস্ফোটনৈঃ করতলেন ভুজমূলাঘাতৈঃ, বিকর্ষণৈরাকর্ষণৈঃ, নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন, কাকপক্ষঃ কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়মিতি কেচিৎ॥ জী॰ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর নৃত্যকৌতুকের পর যে যুদ্ধকৌতুক করেছিলেন, তারই বর্ণন হচ্ছে **ভ্রামণৈরিতি**—পরস্পর হাত ধরে ঘুরানো, **লঙ্ঘনৈঃ**—মাটিতে ফেলে দিয়ে তার উপর চেপে বসা, **ক্ষেপৈঃ**—প্রতিকূল ভাবে খেলা, **অস্ফোটনৈঃ**—করতালের দ্বারা বাহুমূলে তাল ঠোকা, **বিকর্ষণৈঃ**—টেনে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, **নিযুদ্ধেন**—বাহুযুদ্ধ—এইসব খেলায় মত্ত হয়ে উঠলেন **কাকপক্ষধরৌ**—কেশগুম্ফিত-ত্রিবেণীধারী রামকৃষ্ণ॥ জী॰ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ আস্ফোটনৈঃ করতলেন ভুজমূলাঘাতৈঃ নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন "কাক-পক্ষাশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশা" ইতি স্বামিচরণাঃ। কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়মিতি কেচিৎ। কর্ণাগ্রলম্বিবক্রা-লকা ইত্যন্যে॥ বি॰ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অস্ফোটনৈঃ**—করতলের দ্বারা বাহুমূলে চাপট মারা, **নিযুদ্ধেন**—বাহুযুদ্ধ, **কাকপক্ষ ধরৌ**—চূড়াকরণ হেতু দুই পার্শ্বে যে অবশিষ্ট কেশ ঝুলতে থাকল তাকে

১৪। ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুন্তৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া॥

১৪। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুন্তৈঃ (কুন্তবৃক্ষফলৈঃ) ক্ব চ (কুত্রাপি চ) আমলকমুষ্টিভিঃ অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিৎ মৃগখগেহয়া (পশুপক্ষী চেষ্টয়া) [রামকৃষ্ণৌ তৌ বনে চেরতুঃ]।

১৪। মূলানুবাদঃ কোথাও বেল ছোড়াছুড়ি, কোথাও কুন্তফল ছোড়াছুড়ি, কোথাও আমলকি ছোড়াছুড়ি, কোথাও পরস্পর ছোয়াছুয়ি, কোথাও অলক্ষিতে পিছন থেকে চোখ চেপে ধরা, কোথাও পশু-পাখীর আকৃতি ধরে যুদ্ধাদি খেলায় বিহার করতে লাগলেন রামকৃষ্ণাদি বালকগণ।

কাকপক্ষ বলা হয়—শ্রীধর। কেউ বলে কেশগুম্ফিত-বেণীত্রয়, আবার অন্যে কর্ণের সম্মুখে লম্বিত কোঁকড়ানো কেশ॥ বি০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ নিযুদ্ধশ্রমানন্তরং কৌতুকেন স্বয়ং নাট্যগুরূয়মাণাভ্যাং গানাদিকমপি কুর্ব্বদ্ভ্যাং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং প্রশস্যমানানামন্যেষামপি নৃত্যমাহ—ক্বচিদিতি। চকারঃ পূর্ব্বোক্ত-শ্রীকৃষ্ণনৃত্যাপেক্ষয়া। সাধু-সাধ্বিতিবাদিনৌ সন্তৌ শশংসতুঃ, তত্তদ্গতিবিশেষং বিশিষ্য শ্লাঘাং চক্রতুঃ। এবং নির্ভরক্রীড়ারসো দর্শিতঃ। মহারাজ হে রাজবর্গমধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষেণ পরমশ্রেষ্ঠেতি ভবানেবেদং শ্রোতু-মর্হতীতি ভাবঃ। এবং নৃত্যমিশ্রগানানুসারেণ ক্রমপ্রাপ্তং তদমিশ্রগানমপ্যূহ্যমিতি প্রকরণাভিপ্রায়ঃ॥জী০১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর রামকৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ-পরিশ্রমের পর কৌতুকে নিজেদের নাট্যগুরু মাননা করছিলেন, আর গানাদিও করছিলেন—এই গানের সঙ্গে তাল রেখে অন্যেরা নৃত্য করছিল—রামকৃষ্ণ তাদের 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করছিলেন—এইরূপে প্রশংসিত বালকদের নৃত্য বলা হচ্ছে—ক্বচিৎ ইতি এখানে 'চ' কার 'এবং' পদ পূর্বের কৃষ্ণের নৃত্য অপেক্ষায় অর্থাৎ আগে বলা হয়েছে এবং এখানে বলা হচ্ছে। 'সাধু সাধু' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে **শশংসতু**—নাচের সেই সেই গতিবিশেষ বিশ্লেষণ করে করে প্রশংসা করছিলেন। এইরূপে পরিপূর্ণ ক্রীড়ারস দর্শিত হল। **মহারাজ**—হে রাজবর্গ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিশেষের দ্বারা পরমশ্রেষ্ঠ—সুতরাং তুমিই একথা শুনবার যোগ্য, এরূপ ভাব। এইরূপে নৃত্যমিশ্র গান অনুসারে ক্রম প্রাপ্ত অমিশ্র গানও যে হয়েছিল রামকৃষ্ণের, ইহা অনুমান করা যায়॥জী০১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অন্যা অপিযুদ্ধাদি-বিচিত্রলীলাঃ সংগৃহ্নাতি; ক্বচিদিতি ত্রিকেণ। বিল্বাদিভিঃ কৃত্বা যাঃ ক্রীড়াস্তাভিশ্চেরতুঃ; এবং লোকসিদ্ধাভিরন্যাভিশ্চ ক্রীড়াভিশ্চেরতুরি-ত্যন্বয়ঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আরও অন্য প্রকার যুদ্ধাদি বিচিত্র লীলাও নির্বা-চন করলেন—তিনটি শ্লোকে তাই বলা হচ্ছে। **বিল্বৈঃ**—বেল ছোড়াছোড়ি যে সব খেলা আছে, তাই খেলতে লাগলেন—এইরূপে অন্যান্য লৌকিক (১৬ শ্লোকের সঙ্গে অন্বয়) খেলা খেলতে খেলতে বিহার করতে লাগলেন॥ জী০ ১৪॥

১৫। ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া॥

১৫। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ চ দর্দুরপ্লাবৈঃ (ভেকবৎউল্লম্ফনৈঃ) বিবিধৈঃ উপহাসকৈঃ কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া (দোলালম্বনেন) কর্হিচিৎ নৃপচেষ্টয়া (রাজচেষ্টয়া) [তৌ] রামকৃষ্ণৌ চেরতুঃ।

১৫। মূলানুবাদঃ কোথাও বেঙ লাফা-লাফি খেলায়, কোথাও অদ্ভুত মুখ ভঙ্গীতে হাসানো খেলায়, কখনও ঝুলন লীলায়, কখনও রাজা রাজা খেলায় বিহার করতে লাগলেন।

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ক্বচিদ্বিল্বৈরিতি। নিক্ষিপ্যমাণয়োর্বিল্বফলয়োঃ পরস্পরাঘাতৈঃ এবং কুষ্ঠৈঃ কুষ্ঠবৃক্ষফলৈঃ। অস্পৃশ্যেতি স্পর্শস্য অদিৎসা-চিকীর্ষাভ্যাং ক্রীড়া তত্র স্পর্শকর্ত্তুর্জয়ঃ স্পর্শাকর্ত্তুঃ পরাজয়ঃ। অলক্ষিতমেব পৃষ্ঠদেশমাসাদ্য পাণিতলাভ্যাং নেত্রবন্ধকং পরিচিনোতি। চেৎ জয়ঃ নচেৎ পরাজয়ঃ। সর্ব্বত্র জয়পরাজয়য়োর্মুরলীবেত্রাদিরেব গ্রহঃ। খগমৃগেহয়েতি,—খগাদ্যাকৃতিমতাং মিথোযুদ্ধকূজিতাদিকং॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ক্বচিদ্বিল্বৈ—ছুড়ে দেওয়া বিল্ব ফলের পরস্পর আঘাতে আঘাতে খেলা **কুষ্ঠ**—এইরূপে কুষ্ঠবৃক্ষের ফলে খেলা। **অস্পৃশ্য**—ছোয়া দেওয়া না-দেওয়ার ইচ্ছার সহিত খেলা—এখানে যে ছুতে পারে তার জয়, যে পারে না তার পরাজয়। **নেত্র বন্ধাদ্যৈঃ**—অলক্ষিত ভাবে পেছনের দিকে এসে যে দুহাতে চোখ চেপে ধরল, তাকে চিনতে পারলে জয়, না চিনতে পারলে পরাজয়। সর্বত্র জয়-পরাজয়ে মুরলী-বেত্রাদি পন। পশু পক্ষীর আকৃতি ধারণ করত পরস্পর যুদ্ধ ও নানা পশুপাখীর ডাক ডাকারূপ খেলা॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ উপহাসকৈর্হাস্যজনকৈর্বিচিত্রানুকরণাদিভিঃ। ক্বচিদিতি দ্বিরাবর্ত্তনীয়ম্। নৃপচেষ্টয়া গিরিশিলাসিংহাসনকৌসুমচ্ছত্রচামরাদিপরিচ্ছদত্বপাত্রপুরঃসরত্বাদিময্যা॥জী০১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদঃ উপহাসকৈঃ—বিচিত্র অনুকরণের দ্বারা যে হাস্যজনক খেলা—কেউ কেউ সেই খেলায় বিহার করতে লাগলেন। **নৃপচেষ্টয়া**—কেউ একজন গোবর্ধন-শিলারূপ সিংহাসনে উঠে বসলেন, লাল রং এর ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদ পরে, পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হয়ে, এইরূপ রাজা রাজা খেলায় বিহার॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কদাচিৎ শ্রাবণশুক্লতৃতীয়ামারভ্য স্যন্দোলিকয়া দোলান্দোলনেন নৃপচেষ্টয়া দানঘট্টপ্রদেশে নৃপস্যেব চেষ্টা ঘট্টকর জিঘৃক্ষয়া ব্রজবালানিরোধস্তয়া॥ বি০ ১৫॥

১৫। বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কদাচিৎ শ্রাবণ শুক্ল তৃতীয়া থেকে **স্যন্দোলিকয়া**—দোলা-আন্দোলনে বিহার। **নৃপচেষ্টয়া**—দানঘাটী প্রদেশে রাজার মত লীলা—কর আদায়ের ইচ্ছায় ব্রজবালাদের আটকানো—এইরূপ খেলায়॥ বি০ ১৫॥

১৬। এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্ব্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ॥
১৭। পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া॥

১৬। অন্বয়ঃ এবং তৌ (রামকৃষ্ণৌ) লোকসিদ্ধাভিঃ (লৌকিকৈঃ) ক্রীড়াভিঃ বনে নদ্যদ্রি-দ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু (সরোবরেষু) চেরতুঃ।

১৭। অন্বয়ঃ তদ্বনে গোপৈঃ (গোপবালকৈঃ সহ) পশূন্ চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ [সমীপে] তজ্জীহীর্ষয়া (তয়োর্হর্ত্তুমিচ্ছয়া) গোপরূপী (গোপবালকবেশধারী) প্রলম্বঃ অসুরঃ অগাৎ (অগমৎ)।

১৬। মূলানুবাদঃ এইরূপে রামকৃষ্ণ বনে বনে—নদী-পর্বত-গুহা-কুঞ্জে-সরোবরে বিহার করে বেড়াতে লাগলেন।

১৭। মূলানুবাদঃ এই সময়ে রামকৃষ্ণকে হরণের ইচ্ছার প্রলম্ব নামক এক কংসানুচর গোপ-বালকের রূপ ধারণ করত গোপবালকদের সহিত সেই বনে পশুচারণ রত রামকৃষ্ণের নিকট এল।

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নদ্যোঽদ্রয়ঃ দ্রোণ্যশ্চাদ্রিসন্ধয়ঃ, 'কাষ্ঠাগারেঽম্বুবাহিন্যাং শৈলসন্ধৌ চ যোষিতি। দ্রোণী ন স্ত্রী মানভেদে দ্রোণঃ কাকে কৃপীপতৌ॥' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ। বনে শ্রীবৃন্দা-বনে কাননেষু তদন্তর্গতেষু কাম্যকবনাদিষু, তত্র তয়োর্বিহারবেশ-বিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীহরিবংশে—'চারয়ন্তৌ বিবৃদ্ধানি গোধনানি শুভাননৌ। স্ফীতশষ্পপ্ররূঢ়ানি বীক্ষ্যমাণৌ বনানি চ॥ খেলয়ন্তৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্। নামভির্ব্যাহরন্তৌ চ সবৎসা গাঃ পরন্তপৌ॥ নির্যোগপাশৈরাসক্তৈঃ স্কন্ধাভ্যাং শুভলক্ষণৌ। বনমালাকুলোরস্কৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ॥ সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যামন্যোঽন্যসদৃশাম্বরৌ। মহেন্দ্রায়ুধসংসক্তৌ কৃষ্ণশুক্লা-বিবাম্বুদৌ॥ কুশাগ্রকুসুমানাঞ্চ কর্ণপূরং মনোহরম্। বনমার্গেষু কুর্ব্বাণৌ বন্যবেশধরাবুভৌ॥' ইতি। জী০১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদঃ নদ্যদ্রি—নদী, পর্বত। **দ্রোণি**—পর্বতের গুহা—[দ্রোণি শৈলসন্ধি—ত্রিকাণ্ডশেষ]। **বনে**—শ্রীবৃন্দাবনে। **কাননেষু** শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত কাম্যবনাদি। শ্রীহরিবংশে শ্রীরামকৃষ্ণের বিহার বেশের কথা বিশেষ ভাবে বলা আছে, যথা—শুভানন রামকৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য গোধন চরাচ্ছিলেন। কচি কচি সবুজ ঘাসে ভরা বন দেখতে দেখতে বিহার করছিলেন—তাঁরা খেলছিলেন, গাইছিলেন, চতুর্দিকে বৃক্ষসকল দেখতে দেখতে চলছিলেন—শত্রুতাপন তারা দুইজন নাম ধরে ধরে সবৎসা গোধনকে ডাকতে ডাকতে পথ চলছিলেন - গোদোহন রজ্জুতে শুভ লক্ষণ স্কন্ধদেশে শোভন তারা দুইজন বনমালা কণ্ঠে দুলিয়ে চলছিলেন অল্প অল্প শিং ওঠা নবীন ষাঁড়ের মত। পীত ও নীল বসনে পরস্পর সদৃশ, ইন্দ্রধনুতে অলঙ্কৃত নীল-শুভ্র মেঘের মতো বর্ণ, শুভ্র কাশ ফুলের কর্ণালঙ্কারে মনোহর তারা দুজন বন পথে বন্যবেশ ধারণ করতে করতে বিহার করছিলেন॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ দ্রোণ্যশ্চাদ্রিসন্ধয়ঃ॥ বি০ ১৬॥

১৮। তং বিদ্যানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্॥

১৮। অন্বয়ঃ সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) ভগবান্ দাশার্হঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তং বিদ্বানপি (জানন্নপি) তস্য বধং বিচিন্তয়ন্ তৎ সখ্যম্ অন্বমোদত।

১৮। মূলানুবাদঃ যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বদর্শী বলে প্রলম্বের উদ্দেশ্য জানলেও তার বধ ইচ্ছা করে তাকে সখারূপে স্বীকার করলেন।

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দ্রোণি—পর্বত গুহা॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবমৈশ্বর্য্যবিশেষগর্ভাং মধুরমধুরাং লৌকিকীং লীলামুক্ত্বাধুনা শ্রীবলদেবদ্বারা বিহিতাং প্রকটৈশ্বর্য্যামলৌকিকীমাহ—পশূনিত্যাদিনা। যঃ কোঽপি গোপস্তদ্দিনে গৃহে তিষ্ঠন্ তদ্রূপীত্যর্থঃ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে ঐশ্বর্যবিশেষগর্ভা মধুর মধুর লৌকিক লীলা বলে এখন ঐশ্বর্য প্রকাশে শ্রীবলদেবের দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক লীলা বলা হচ্ছে—পশুন্ ইত্যাদি দ্বারা। **গোপরূপী প্রলম্ব**—কোন এক গোপবালক যে সেদিন গৃহেই থেকে গিয়েছিল, সেই তার রূপ ধরে এল প্রলম্ব॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ চারয়তোঃ সতোঃ গোপরূপী যঃ কোঽপি গোপস্তদ্দিনে কিঞ্চিৎ কৃত্যার্থং গৃহে স্থিতস্তদ্রূপধারী তয়োর্জিহীর্ষয়া॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ চারয়তো—পশু চরানে রত (রামকৃষ্ণের নিকট এল)। **গোপরূপী**—কোন এক গোপবালক যে যে সেদিন সামান্য কিছু কাজ করার জন্য গৃহে অবস্থিত ছিল তার রূপধারী প্রলম্ব নিকটে এল রামকৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায়॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ দাশার্হ ইতি 'প্রলম্ববকচাণূর' ইত্যাদিনা যদুকুলকদনে মুখ্যতয়াদৌ নির্দ্দিষ্টস্য প্রলম্বস্য বধেন যদুকুলহিতবিশেষাপেক্ষয়া। তদ্বেদনে হেতুঃ—সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ; যতো ভগবান্, বিচিন্তয়ন্ বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিচারয়ন্, তস্য সখ্যং, সখ্যুঃ কর্ম্ম চেষ্টামিতি যাবৎ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ দাশার্হো ভগবান্—যাদব শ্রেষ্ঠ ভগবান্—'প্রলম্ব-বক-চানূর' ইত্যাদি ভাগবত বাক্যের মধ্যে যদুকুল পীড়নে মুখ্য হওয়া হেতু প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে প্রলম্বের নাম—এই প্রলম্বের বধে যদুকুলের হিতবিশেষ—এই অপেক্ষাতেই এখানে কৃষ্ণকে যাদবশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হল শ্লোকে। **বিদ্বান্**—প্রলম্বের উদ্দেশ্য জাননের হেতু হল, **সর্বদর্শনঃ**—কৃষ্ণ সর্ব কিছু দেখেন, জানেন—তাই বলা হল ভগবান্। **বধং বিচিন্তয়ন্**—বধ করতে ইচ্ছা করে বক্ষ্যমান্ প্রকারে বিচার করলেন **তৎসখ্যং**—প্রলম্বকে সখারূপে **অন্বমোদত**—স্বীকার করলেন। সখ্যভাবের কর্ম অর্থাৎ আচরণ পর্যন্ত সবকিছু স্বীকার করে নিলেন॥ জী০ ১৮॥

১৯। তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্॥
২০। তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে॥

১৯। অন্বয়ঃ বিহারবিৎ কৃষ্ণঃ তত্র গোপান্ উপাহূয় (তত্তন্নামভিরাহূয়) প্রাহ হে গোপাঃ, যথা যথং দ্বন্দ্বীভূয় (দ্বৌ দ্বৌ মিলিত্বা) বিহরিষ্যামঃ।

২০। অন্বয়ঃ তত্র গোপাঃ রামজনার্দ্দনৌ পরিবৃঢ়ৌ (নায়কৌ) চক্রুঃ, কেচিৎ কৃষ্ণ সঙ্ঘট্টিনঃ আসন্ (কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ আসন্) অপরে চ রামস্য (বলদেবস্য) [যূথগতাঃ আসন্]।

১৯। মূলানুবাদঃ বিহার-কুশলী কৃষ্ণ গোপবালকদের তথায় ডেকে রমণীয়ভাবে বললেন—হে রাখাল ভাইসব! আমরা এখন সম বয়স ও বলাদি অনুসারে বিভক্ত হয়ে দুই দুই জন করে আলাদা আলাদা এক অভিনব খেলা খেলব।

২০। মূলানুবাদঃ তখন গোপবালকগণ দুটি দল তৈরী করলেন এবং রামকৃষ্ণকে এই দু দলের নেতা নির্বাচন করলেন। কেউ কৃষ্ণের দলে গেলেন, আর বাকীরা রামের দলে। [প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কৃষ্ণের দলের একজনের সহিত রামের দলের একজনের।]

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিচিন্তয়ন্ অনেনৈব প্রকারেণেমং ঘাতয়িষ্যামীতি চিন্তয়া নিশ্চিন্বন্॥ বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিচিন্তয়ন্—এই প্রকারেই একে বধ করব, চিন্তা করে এরূপ নিশ্চয় করলেন॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকাঃ তত্র তদ্বধে নিমিত্তে প্রকর্ষেণাহ—প্রলম্বস্যাপি মনোরমত্বাৎ; বিহারবিৎ, যতঃ স এব তত্র সর্ব্বতোঽভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রলম্ব-বধের উদ্দেশে সখাদের **প্রাহ**—'প্র' প্রীতির উচ্ছলতায় রমণীয় ভাবে বললেন—প্রলম্বেরও মনোরম হওয়া হেতু 'প্র' পদের এইরূপ অর্থ আসে। **বিহারবিৎ**—বিহার কুশলী অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে কৃষ্ণই সর্ব প্রকারে অভিজ্ঞ॥ জী০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গোপা ইতি সত্যপি সখ্যসামান্যে বর্গভেদেন তয়োঃ পৃথক্ পৃথক্ তদ্বিশেষবতাং তেষামসঙ্কোচাতিশয়বৎ ক্রীড়ারসায় বৈপরীত্যেন পরিবৃঢ়ৌ চক্রুঃ। এবমেব চ তয়োর্মিথঃ প্রণয়োঽপি বিবৃতঃ স্যাৎ। যথা হরিবংশোক্তজলক্রীড়ায়াং স্বসুতাঃ, শ্রীবলরামপক্ষে তৎসুতাশ্চাত্মপক্ষে তেন কৃতাঃ ততঃ শ্রীদামাদয়ো রামসঙ্ঘট্টিনো জাতাঃ রামেতি রমণাভিপ্রায়েণ জনার্দ্দনেতি তত্তৎক্রীড়াভিঃ স্বমনোরথপূরকতয়া সর্ব্বৈর্যাচ্যমানত্বাভিপ্রায়েণ॥ জী০ ২০॥

২১। আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥
২২। বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ॥

২১। **অন্বয়** ঃ বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ বিবিধা ক্রীড়া অচেরুঃ (রামকৃষ্ণৌ গোপবালকাশ্চ তত্র কৃতবন্তঃ) যত্র জেতারঃ আরোহন্তি (পরাজিতানাং স্কন্ধমারোহন্তি) পরাজিতাঃ চ বহন্তি (জয়িনঃ স্কন্ধে বহন্তি)।

২২। **অন্বয়** ঃ বহন্তঃ (জয়িনোঃ স্কন্ধে বহন্তঃ) বাহ্যমানাঃ কৃষ্ণ পুরোগমাঃ (গোপবালকাঃ) গোধনং চারয়ন্ত শ্চ ভাণ্ডীরকং নাম বটং (বটবৃক্ষমূলং) জগ্মুঃ।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর তাঁরা লুকানো বস্তু খোঁজা প্রভৃতি বিবিধ খেলায় পরাজিতের জয়ীকে কাঁধে বয়ে চলারূপ 'বাহ্যবাহক' খেলা আরম্ভ করলেন।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে তাঁরা কেউ কাউকে কাঁধে বয়ে, আবার কেউ কারুর কাঁধে চড়ে গোধন চরাতে চরাতে ভাণ্ডীরক নামক বটবৃক্ষের নিকটে গেলেন।

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপা ইতি**—সাধারণ ভাবে এই গোপবালকগণের রামকৃষ্ণ উভয়ের প্রতিই সখ্যভাব থাকলেও—দলভেদে তাঁরা পৃথক পৃথক বালকের অধিপতি হলেন এবং স্বদলগত বালকের প্রতি বিশেষ বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশিত হল – ক্রীড়ারসের উচ্ছলতার জন্য দলগঠন হল বিপরীত ভাবে—কৃষ্ণের বিশেষ সখারা রামের দলে গিয়ে দাঁড়ালেন—আর রামের সখারা কৃষ্ণের দিকে। সুতরাং শ্রীদামাদি বালকগণ রামের দলভুক্ত হয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন, **রাম ইতি**—হৃদয় আহ্লাদক অভিপ্রায়ে এই পদের ব্যবহার। **জনার্দন ইতি**—সেই সেই ক্রীড়া দ্বারা নিজ মনোরথ পূরক হওয়া হেতু [অর্দতে-যাচ্যতে] সকলেই দলাধিপতি করতে চান, এই অভিপ্রায়ে এই পদের ব্যবহার এখানে॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পরিবৃঢ়ৌ নায়কৌ কৃষ্ণস্য সঙ্ঘট্টৌ যূথস্তদ্গতাঃ॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরিবৃঢ়ৌ**—নায়কদ্বয়। **কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ**—কৃষ্ণের যে দল, সেই দলগত॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বিবিধাঃ হরিণাক্রীড়নাখ্যাদয়ঃ; তথা চ বিষ্ণুপুরাণে —'হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ। প্রক্রীড়িতা হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ' ইতি॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'হরিণা ক্রীড়ণ' নামাদি বিবিধ ক্রীড়া—'হরিণা-ক্রীড়ণ' ভেকের মত লাফাতে লাফাতে দুজনে একস্থান থেকে আর একস্থানে যাবে, যে আগে পৌঁছাতে পারবে নির্দিষ্ট স্থানে সেই জয়ী ব্যক্তি পরাজিতের কাঁধে চড়ে ঐ নির্দিষ্ট স্থান আবার অতিক্রম করবে।—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত খেলা॥ জী০ ২১॥

২৩। রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** নৃপ! যর্হি যদা শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ রামসঙ্ঘট্টিনঃ (বলদেবপক্ষীয়াঃ) ক্রীড়ায়াং জয়িনঃ [তদা] কৃষ্ণাদয় তান্ তান্ ঊহুঃ (স্কন্ধে বহনং চক্রুঃ)।

২৩। **মূলানুবাদঃ** রামের দলের শ্রীদাম বৃষভাদি যখন খেলায় জয় লাভ করেন তখন শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণ তাঁদের বয়ে নিয়ে যান।

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিন্তু বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ। অস্যার্থং বিবৃণোতি,—যত্রেতি। পিহিত-ফলাদিজ্ঞানবন্তো জেতারং আরোহন্তি তদজ্ঞানবন্তঃ পরাজিতা বহন্তি॥ বি০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বিবিধ ক্রীড়া, কিন্তু এসবই বাহ্য বাহক লক্ষণ যুক্ত—ইহা কিরূপ তাই বলা হচ্ছে—যত্রারোহন্তি। লুকানো ফলাদি যে খুঁজে পায়, সেই বিজয়ী জন পরাজিত জনের কাঁধে চড়ে বসে॥ বি০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বাহ্যমানা ঊহ্যমানাঃ স্কন্ধারূঢ়াঃ; ভাণ্ডীরকমিতি সংজ্ঞায়াং কন্। নাম প্রসিদ্ধৌ। স চ বর্ণিতঃ শ্রীহরিবংশে—'দদর্শ বিপুলোদগ্রশাখিনং শাখিনাং বরম্। স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং দলসঞ্চয়ৈঃ॥ গগনার্দ্ধোত্থিতাকারং পবনাভোগকারিণম্। নীলশ্চিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ॥ ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্। ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুমণ্ডিতম্। বিশালমূলাবনতং পবনাম্ভোদ ধারিণম্। আধিপত্যমিবান্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্॥ কুর্ব্বাণং শুভকর্ম্মাণং তিরোবর্ষমনাতপম্। ন্যগ্রোধং পর্ব্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামতঃ॥' ইতি। তত্র গমনং নিদাঘক্রীড়ৌচিত্যাৎ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টিকানুবাদঃ বাহ্যমানাঃ ইতি**—অন্যের কাঁধে চড়া অবস্থায় (কোনও কোনও রাখাল বালক গোধন চরাতে চরাতে চললেন)। **ভাণ্ডীরকং**—ভাণ্ডীর নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ, শ্রীহরিবংশে ইহার বিবরণ আছে, যথা—"বিপুল উচ্চবৃক্ষ, বৃক্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিবিড় পত্রপুঞ্জে ধরণীস্থ মেঘের মত। আকাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত, বাতাসের পরিপূর্ণ ভোগের আকর। নীলাদি বিচিত্র বর্ণের বহু বহু পক্ষীদ্বারা সেবিত। ফল এবং ঘন নবীন পল্লবের দ্বারা ইন্দ্রধনু অঙ্কিত মেঘের মত। ভবনাকার শাখা লতা পুষ্পে সুমণ্ডিত। বিশাল বিশাল জটা মাটির দিকে ঝুলে আছে। বায়ু ও মেঘের আশ্রয় স্থল। সেই দেশের অন্য বৃক্ষের রাজার মতো। শুভকর্মকারীগণ এর মূলে বসে তপস্যাদি করেন। পর্বতাকার এই বটবৃক্ষ ভাণ্ডীব নামে প্রসিদ্ধ।" **বটং জগ্মুঃ**—এই বটবৃক্ষের নিকট গেলেন, কারণ নিদাঘ ক্রীড়ার এটি উপযুক্ত স্থান॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভাণ্ডীরকং বটং জগ্মুরিতি স এব বটোঽবরোহণস্থানকল্পিত ইত্যর্থঃ। তথৈবারোহণস্থলমপি তৎসমীপবর্ত্তিজ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২২॥

২৪। উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥
২৫। অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্॥

২৪। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ কৃষ্ণং পরাজিতঃ [সন্] শ্রীদামানং, ভদ্রসেনঃ তু বৃষভং, প্রলম্বঃ (গোপরূপী অসুরঃ) রোহিণীসুতং উবাহ।

২৫। **অন্বয়ঃ** দানবপুঙ্গবঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ প্রলম্বঃ) কৃষ্ণং অবিষহ্যং (অপরাজেয়ং) মন্যমানঃ বহন্ (বলদেবং স্কন্ধে বহন্) দ্রুততরং অবরোহণতঃ পরং (মর্য্যাদাস্থলস্য দূরং) প্রাগাৎ (প্রস্থিতঃ)।

২৪। **মূলানুবাদঃ** ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব রোহিণী সুতকে বয়ে নিয়ে চললেন।

২৫। **মূলানুবাদঃ** দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব কৃষ্ণকে অপরাজেয় মনে করে বলদেবকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান ভাণ্ডীর মূল থেকে ভিন্ন দিকে ছুটে চলল, কৃষ্ণ-দৃষ্টি বঞ্চনের জন্য।

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ভাণ্ডীরক নামক বটবৃক্ষের নিকটে গেলেন—সেই বটবৃক্ষটিকে কাঁধ থেকে নামাবার স্থান ঠিক করলেন—নামাবার স্থান এরূপ ঠিক থাকলেও তার কাছাকাছি কোনও স্থানেই নামানো হয়, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যর্হি যে যে শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ ক্রীড়ায়াং জয়িনো বভূবুস্তর্হি তাংস্তান্ কৃষ্ণাদয় উদ্বহন্তীত্যন্বয়ঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যর্হি ইতি**—শ্রীদাম বৃষভাদি 'যর্হি' যে যে বালক ক্রীড়ায় জয়ী হয় **তর্হি**—সেই সেই বালককে কৃষ্ণাদি বালকগণ বহন করে নিয়ে চলে॥ জী০ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ভগবানিতি—যুষ্মাকং যো ভগবান্ সোঽস্মাকং ব্রজবাসিভিঃ পরাজিত ইতি নর্ম্ম চ ব্যঞ্জিতম্। রোহিণ্যাঃ সুতমিতি তেন তৎপ্রভাবাজ্ঞানস্যাপেক্ষয়া॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ভগবানিতি**—এই পদের ধ্বনি—যিনি তোমাদের ভগবান্ তিনিই ব্রজবাসী আমাদের কাছে পরাজিত, এইরূপ নর্ম ও ব্যঞ্জিত। রোহিণীর সুত, প্রলম্বের কাছে তাঁর প্রভাব অজ্ঞানের অপেক্ষায়॥ জী০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ননু তথাপি কংসস্য মুখ্যারিং শ্রীকৃষ্ণং হর্ত্তুং কথময়ং নাচেষ্টত? ইত্যাহ—অবিসহ্যমিতি। শ্রীরামদ্বারা মারয়িতুং শ্রীকৃষ্ণেন তত্তেজ আবৃত্য স্বতেজস আবিষ্কৃতেঃ; অতএব কৃষ্ণপক্ষীয়ো ভূত্বা বলদেবং বহন্ সন্, যতো দানবেষু পুঙ্গবো বলাদিনাতিশ্রেষ্ঠঃ; অবরোহণতঃ ভাণ্ডীরস্কন্ধাৎ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'তে বাহয়ন্তস্তন্যোহন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ। পুনর্নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে যে যে পূর্ব্বং পরাজিতাঃ॥ সঙ্কর্ষণন্তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ। ন তস্থৌ প্রজগামৈব সচন্দ্র ইব বারিদঃ॥' ইতি॥ জী০ ২৫॥

২৬। তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ॥

২৬। অন্বয়ঃ সঃ মহাসুরঃ (প্রলম্বঃ) ধরনিধরেন্দ্রগৌরবং (পর্বততুল্যগুরুভারং) তং (রামং) উদ্বহন্ বিগতরয়ঃ (বিগতবেগঃ) নিজং বপুঃ আস্থিতঃ (ধারয়ন্) পুরট-পরিচ্ছদঃ তড়িদ্-দ্যুমান্ (বিদ্যুদ্দীপ্তিমান্) উড়ুপতি বাট্ (উপরি চন্দ্রং দধানাঃ) অম্বুদঃ (মেঘঃ) ইব বভৌ।

২৬। মূলানুবাদঃ সুমেরু পর্বত থেকেও ভারি সেই বলদেবকে বইতে গিয়ে ঐ মহাসুরের গতি শ্লথ হয়ে এল। সে নিজের বিশাল বপু ধারণ করল—বিদ্যুৎ-দীপ্ত মেঘের উপরে যেন চন্দ্র প্রকাশিত হল।

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা প্রলম্বাসুর রামকৃষ্ণের হরণইচ্ছায় এল, তথাপি কংসের মুখ্য শত্রু শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করতে কেন-না চেষ্টা করল! এরই উত্তরে, অবিসহ্যং ইতি। এই প্রলম্বকে রামের হাতে মারবার জন্য তার তেজ আবৃত করে নিজের তেজ প্রকাশ করলেন। অতএব প্রলম্ব কৃষ্ণপক্ষীয় হয়ে হেরে গিয়ে বলদেবকে বহন করে নিয়ে চললেন—কারণ এই প্রলম্ব দানবদের মধ্যে 'পুঙ্গব' বলাদিতে শ্রেষ্ঠ। **অবরোহণতঃ**—ভাণ্ডীর বট গাছের গুঁড়ি থেকে দূরে চলে গেল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ আছে, যথা—"যারা যারা পরাজিত হল তারা জয়ীকে বহন করে ভাণ্ডীর বটের গোঁড়ায় এসে পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে গেল। কিন্তু ঐ দানব বলদেবকে টক্ করে কাঁধে তুলে নিয়ে আর দাঁড়াল না, ধেয়ে চলতে লাগল সচন্দ্র মেঘের মত অন্য দিকে"॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃষ্ণমবিষহ্যং মন্যমান ইত্যত এব রামং হর্ত্তুমনাঃ কৃষ্ণপক্ষীয়োঽভূদিতি ভাবঃ। অবরুহ্যতেঽস্মিন্নিত্যবরোহণং মর্য্যাদাস্থলং। কৃষ্ণদৃষ্টিবঞ্চনায় ততঃ পরমপি প্রাগাৎ॥ বি০২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণকে অপরাজেয় মনে করল, অতএব রামকে হরণ করতে ইচ্ছা করে কৃষ্ণপক্ষীয় হল ঐ দানব। **অবরোহণতঃ**—নির্দিষ্ট সীমা স্থল থেকে। **প্রাগাৎ পরম্**—কৃষ্ণ দৃষ্টি বঞ্চনের জন্য **পরম্**—নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভিন্ন হলেও (সেই দিকেই ছুটে চলল)॥ বি০ ২৫॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ধরণিধরেন্দ্রঃ সুমেরুস্তস্মাদপি গৌরবং ভারো যস্য, সীমাতিক্রমে জাতে বিহস্য বিস্মিতা বিশঙ্ক্য চ, ক্রমেণ ভারাতিরেকপ্রকটনাৎ উৎ উচ্চৈঃ স্কন্ধে বহন্নিত্যর্থঃ; স মহাসুরোঽপি, অতএব নিজমাসুরং বপুরাস্থিতঃ; তথা চ তত্রৈব—'অসহন্ রৌহিণেয়স্য স ভারং দানবোত্তমঃ। ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥' ইতি॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ধরণিধরেন্দ্র—সুমেরু পর্বত, তার থেকেও **গৌরবং**—ভার **তম্**—বলদেবকে। **উদ্বহন্**—অসুর নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে চলে গেলে বলদেবের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, তিনি বিস্মিত হলেন, একটু যেন ভয়ও পেলেন—তিনি ক্রমে ক্রমে নিজের শরীরের ভার বাড়াতে লাগলেন—এই হেতু অসুর তাকে পিঠের থেকে 'উৎ' উপরে কাঁধে উঠিয়ে বইতে

২৭। নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ প্রদীপ্তদৃগ্‌ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ॥

২৭। অন্বয়ঃ হলধরঃ (শ্রীবলদেবঃ) প্রদীপ্তদৃগ্‌ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং (অতিবেগেন প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ ভ্রুকুটিত সংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তচ্চ তৎ) জ্বলচ্ছিখং (অগ্নিবৎ দীপ্তাঃ কেশাঃ যত্র তৎ) কটক কিরীট কুণ্ডলত্বিষা (বলয়কিরীট কুণ্ডলাদীনাং কান্ত্যা) অদ্ভুতং অম্বরে চরৎ তদ্ বপুঃ (প্রলম্বশরীরং) নিরীক্ষ্য ঈষৎ অত্রসৎ (ভীতঃ বভূব)।

২৭। মূলানুবাদঃ জ্বলন্ত চক্ষু, ভ্রুকুটি তট-সংলগ্ন উগ্রদন্ত, জ্বলন্ত কেশরাজি, কটক-কিরিট-কুণ্ডলচ্ছটায় অদ্ভুত, তড়িৎগতিতে আকাশচারী সেই বপু দেখে বলদেব কিঞ্চিৎ ভয় পেলেন।

লাগল। সে মহাসুর হলেও শ্লথগতি হয়ে পড়ল—অতএব গোপবালকের ছোট্ট রূপ ছেড়ে দিয়ে বিশাল নিজ রূপ ধারণ করে নিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই সেখানেই এরূপ আছে, যথা—"বলরামের সেই ভার গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়ে সেই দানবশ্রেষ্ঠ বর্ষাকালের মেঘের মত সুমহাকায় রূপে বেড়ে উঠল"॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তং উৎকটবলতয়ৈব বহন্। যতো ধরণিধরেন্দ্রঃ সুমেরুঃ তদ্বৎ গৌরবং যস্য তং তস্য সীমাতিরিক্তগমনদর্শনেন বিস্মিত্য স্বভাবাধিক্যপ্রকটনাৎ। ততশ্চ বোঢ়ুমসামর্থ্যাদেব বিগত-বেগঃ। ততশ্চ তেন বপুষা স্বমহাপরাক্রমং অমহান্তমালক্ষ্য স নিজং বপুরাস্থিতঃ বভৌ, পুরটপরিচ্ছদঃ সুবর্ণা-লঙ্কারবান্ অম্বুদস্তড়িদ্দ্যুতিদ্যুমান্ উড়ুপতিং বহতীতি সঃ। অত্রাসুরস্যাম্বুদ উপমা, স্বর্ণালঙ্কারাস্য তড়িদ্দ্যুতিঃ, বলদেবস্যোড়ুপতিঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তং—সেই বলদেবকে। উদ্বহন্—(উৎ+বহন্) উৎকট বল সম্পন্ন বলেই বইতে পারল, কারণ বলদেব সুমেরু পর্বতের মতো অতিভার তখন—ঐ অসুরকে নির্দিষ্ট সীমা অতিরিক্ত যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে তার স্বাভাবিক অতিভার প্রকাশ হয়ে পড়া হেতু। অতঃপর সে বইতে অসমর্থ হয়ে বিগতবেগ হয়ে পড়ল। অতঃপর অসুরের সেই ছদ্ম বপু দ্বারা নিজের মহাপরাক্রম প্রকাশ করা যাচ্ছে না দেখে সে নিজের স্বর্ণ পরিচ্ছদবান বিশাল বপু ধারণ করল—বিদ্যুৎ-দীপ্তীমান মেঘের উপরে যেন চন্দ্র প্রকাশিত হল॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ঈষদত্রসৎ বাল্যক্রীড়াবেশেনেতি পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ॥জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ঈষদত্রসৎ—কিঞ্চিৎ ভয় পেলেন, পূর্ব পূর্ববৎ বাল্য-ক্রীড়া আবেশে॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অলমতিবেগেন প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ ভ্রুকুটিতটসংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ তৎ। বপুর্নিরীক্ষ্য ঈষদত্রসদিতি সাক্ষাৎ পরমাত্মনোঽপি তস্য ত্রাসোঽয়ং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য কৃষ্ণেনৈব স্বযোগমায়য়া আবরণাৎ। তত্রাম্বুদাকারমসুরবপুরেতত্তথা বর্দ্ধতাং যথা মদগ্রজ বপুশ্চন্দ্রপ্রদেশ এবো-

২৮। অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায়সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা॥

২৮। অন্বয়ঃ অথ আগতস্মৃতিঃ অভয়ঃ (নিঃশঙ্কঃইব) বলঃ (বলরামঃ) সার্থং বিহায় আত্মনঃ হরন্তং রিপুং (প্রলম্বং) সুরাধিপঃ (ইন্দ্রঃ) বজ্ররংহসা (বজ্রবেগেন) গিরিং ইব রুষা শিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা অহনৎ (প্রহারং চকার)।

২৮। মূলানুবাদঃ অতঃপর স্মৃতি ফিরে এলে বলদেব অভয় হয়ে প্রাপ্ত ধনের মত নিজেকে হরণকারী শত্রুর মস্তকে ক্রোধে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন—ইন্দ্র যেমন পর্বতের উপর বজ্রাঘাত করে।

ত্তিষ্ঠেদিতি কৃষ্ণস্য কৌতুক দিদৃক্ষৈব কারণং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানাবরণেতু অসুরবপুঃ প্রাকট্যারম্ভ এব নায়ং গোপঃ, কিন্ত্বসুর এবেতি বিহ্বা বলদেবেন সদ্যস্তদ্বধে তৎ কৌতুকং ন সিদ্ধ্যেদিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতি বেগ হেতু জ্বলন্ত চক্ষুতে, ভ্রুকুটিতট সংলগ্ন ভীষণ দাতে ভয়াবহ সেই অসুরের শরীর দেখে বলদেব ঈষৎ ভয় পেলেন। সাক্ষাৎ পরমাত্মা হয়েও বলদেবের যে এই ভয়, তার কারণ কৃষ্ণই নিজ যোগমায়া দ্বারা বলদেবের ঐশ্বর্য জ্ঞান আবরণ করে দিলেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণের কৌতুক দেখার ইচ্ছাই কারণ—মেঘের মত কাল অসুর-শরীর এরূপ বেড়ে উঠুক যাতে আমার অগ্রজের শ্রীঅঙ্গ আকাশে চন্দ্রের রাজ্যে উঠে যায়। বলরামের ঐশ্বর্যজ্ঞান-আবরণে অসুরবপুর প্রকাশ আরম্ভ। এ গোপবালক নয়, একটা অসুর এই বুদ্ধিতে বলদেব যদি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বধ করে ফেলতেন, তা হলে আর কৌতুক হত না, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথানন্তরমিতি, 'কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া॥' ইত্যাদিকাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তাত্তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য বচনাৎ সদ্য এবাগতা স্মৃতির্দৈত্যবধার্থনিজাবতারপ্রয়োজনস্মরণং যস্য সঃ। বলো মুষ্টিনা রিপুমহনৎ অহন্, কঃ কেন কমিব? সুরাধিপো বজ্ররংহসা গিরিমিব॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—অতঃপর। আগত স্মৃতি—"হে সর্বাত্মন্! সর্বগুহ্যের মধ্যে গুহ্যগুহ্যাত্মা আপনি কেন এই মানুষ ভাব প্রকাশ্যেই অবলম্বন করে আছেন।" ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিতে বলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে সদ্যই স্মৃতি ফিরে এলে দৈত্য-বধের জন্য নিজ অবতার-প্রয়োজন স্মরণ হল যাঁর সেই বলরাম। বলরাম মুষ্ট্যাঘাত হানলেন শত্রুকে, ইন্দ্র যেমন সবেগে বজ্র হানে পর্বতের উপর। পর্বতের সহিত দৈত্যের উপমা, ইন্দ্রের সহিত বলরামের, আর মুষ্ট্যাঘাতের সঙ্গে বজ্রাঘাতের॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ লব্ধাভীষ্টঃ কৃষ্ণঃ সাগ্রজে বিভাতি সতি তত্র পুনরৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সহসৈবার্পয়ামানেত্যাহ,—অথ আগত স্মৃতিরিতি। "কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে? সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব-

২৯। স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ॥
৩০। দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** আহতঃ সঃ অসুরঃ মহারবং সমীরয়ন্ (কুর্বন্) বিশীর্ণ-মস্তকঃ অপস্মৃতঃ (লুপ্ত স্মৃতিঃ) মুখাৎ রুধিরং বমন্ ব্যসুঃ (বিগত প্রাণঃ) মঘবতঃ (ইন্দ্রস্য) আয়ুধাহতঃ (বজ্রাহতঃ) গিরিঃ যথা, অপতৎ।

৩০। **অন্বয়ঃ** গোপাঃ বলশালিনা বলেন (বলরামেণ) প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ আসন্।

২৯। **মূলানুবাদঃ** বলদেবের আঘাতে প্রলম্বের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেল, লুপ্তস্মৃতি ঐ অসুর তখন মুখ থেকে রক্ত-বমন ও মহাশব্দ করতে করতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে ইন্দ্রের বজ্রে আহত পর্বতের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হল।

৩০। **মূলানুবাদঃ** বলশালী বলদেবের হাতে প্রলম্বক নিহত হতে দেখে গোপবালকগণ সুবিস্মিত হয়ে 'সাধু সাধু' ধ্বনি করে উঠলেন।

গুহ্যানাং গুহ্য গুহ্যাত্মনা ত্বয়েতি" বিষ্ণুপুরাণোক্তকৃষ্ণবাক্যাল্লব্ধনিজৈশ্বর্য্যজ্ঞানঃ। বিহায়সা অকাশমার্গেণ। আত্মনঃ প্রাপ্তমর্থং ধনং হরন্তমিব রিপুং মুষ্টিনা অহনৎ। কঃ কেন কমিব সুরাধিপো বজ্ররংহসা গিরিমিব॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বড় ভাই বলরাম ভয় পেয়ে গেলে কৃষ্ণ, যার কৌতুক দেখার ইচ্ছা মিটে গিয়েছে, তিনি বলরামের ভিতর সহসা পুনরায় ঐশ্বর্যজ্ঞান অর্পণ করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **অথ ইতি**—অতঃপর স্মৃতি ফিরে এল।—"হে সর্বাত্মন্! সর্বগুহ্যের মধ্যে গুহ্য গুহ্যাত্মা আপনি কেন প্রকাশ্যেই এই মানুষভাব অবলম্বন করে আছেন।" এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ ধৃত কৃষ্ণবাক্যে বলরাম নিজ ঐশ্বর্য-জ্ঞান ফিরে পেলেন। **বিহায়সা**—আকাশমার্গে। **অর্থমিব**—প্রাপ্তধন হরণের মত নিজের হরণকারী **রিপুং**—শত্রুকে মুষ্ট্যাঘাত করলেন—ইন্দ্র যেমন সবেগে বজ্র হানে পর্বতের উপর। উপমা—পর্বত দৈত্যে, ইন্দ্রে বলরাম, মুষ্ট্যাঘাতে বজ্রাঘাতে॥ বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অপস্মৃত ইতি, অপস্মার-ব্যাধিনেবাতিব্যাকুলঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অপস্মৃতি**—লুপ্ত স্মৃতি, মৃগীরোগে যেমন অতি ব্যাকুল হয় লোকে সেইরূপ হয়ে॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অপস্মৃতঃ গতস্মৃতিঃ অপস্মারব্যাধিগ্রস্ত ইবেত্যর্থঃ। মহারবং সমীরয়ন্॥ বি০ ২৯॥

৩১। আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ॥
৩২। পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রলম্ববধোনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

৩১। অন্বয়ঃ প্রেম বিহ্বল চেতসঃ [গোপাঃ] প্রত্যাগতং ইব তদর্হণং (প্রশংসার্হং) তং (বলরামং) আলিঙ্গ্য আশিষঃ অভিগৃণন্তঃ প্রশশংসুঃ।

৩২। অন্বয়ঃ পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ মাল্যৈঃ বলং (বলরামং) অভ্যবর্ষন্ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ।

৩১। মূলানুবাদঃ প্রেমবিহ্বল-চিত্ত গোপবালকগণ বলদেবকে যমালয় থেকে যেন আগত মনে করে আলিঙ্গন করলেন, সম্মানীয় তাঁকে আশীর্বাদ উচ্চারণ মুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।

৩২। মূলানুবাদঃ পাপ প্রলম্ব নিহত হলে দেবগণ পরমানন্দ লাভ করলেন। তারা বলদেবের উপর নন্দনকুসুম মাল্য বর্ষণ করতে করতে 'সাধু সাধু' ধ্বনিতে প্রশংসা করতে লাগলেন।

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অপস্মৃতিঃ**—গত স্মৃতি অর্থাৎ মৃগিব্যাধি গ্রস্তের মত। মহাশব্দ করতে করতে প্রাণত্যাগ করল অসুর॥ বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বলশালিনেতি, তৎপ্রভৃতি-বলবিশেষাভিব্যাক্তেঃ; তথা চ শ্রীহরিবংশে—'বলন্তু বলদেবস্য তদা ভুবি জনা বিদুঃ। প্রলম্বে নিহতে দৈত্যে দেবৈরপি দুরাসদে॥' ইতি। সুবিস্মিতাঃ সন্তঃ তৎকপটগোপবেশাদিনা॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বলশালিনা**—বলশালী (বলরাম) এখানে এইসব বিশেষ বল প্রকাশ হেতু এই পদের ব্যবহার; তথা চ শ্রীহরিবংশে—"এখন বলদেবের বল এই জগতে লোকে জানল। দুর্ধর্ষ প্রলম্ব নিহত হলে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।" **সুবিস্মিতা**—গোপবালকগণ অতিশয় বিস্মিত হল, প্রলম্বের ঐ কপট বেশাদি প্রত্যক্ষ করে॥ জী০ ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** আশিষ 'ইত্থং চিরং সানুজঃ সুখং বিহরন্নস্মান্ পাহি' ইত্যাদি-প্রকারাঃ। অভি অভিতঃ, তত্র তত্র সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ—প্রেমেতি॥ জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আশিষঃ ইতি**—ব্রজবালকরা বলদেবের প্রতি আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন—হে বলদেব! 'এইরূপে অনুজের সহিত সুখে বিহার করে আমাদের পালন কর।' ইত্যাদি প্রকার আশীর্বাদ। **অভিগৃণন্তঃ**—উচ্চারণ করলেন, 'অভি' উচ্চকণ্ঠে। প্রশংসা, আলিঙ্গন ইত্যাদি যা যা করলেন, সর্বত্রই প্রেমই হেতু॥ জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদর্হণং প্রশংসার্হং ॥ বি০ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তদর্হণম্**—প্রশংসা যোগ্য বলদেবকে ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ন কেবলং ত এব সন্তুষ্টা বভূবুঃ, দেবা অপি পরমানন্দং প্রাপ্তা ইত্যাহ—পাপ ইতি। পরমদুষ্টে জগদুপদ্রাবক ইত্যর্থঃ। নিতরাং হতে অপুনরাবৃত্তি-মুক্তিপ্রাপ্তেঃ; তথা চ দ্বিতীয়স্কন্ধে (৭।৩৪-৩৫)—'যে চ প্রলম্ব-খরদর্দুর-কেশ্যরিষ্ট,-মল্লেভ-কংস-যবনাঃ কুজ-পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ শাল্ব-কপি-বল্বল-দন্তবক্র,-সপ্তোক্ষ-শম্বর-বিদূরথ-রুক্মিমুখ্যাঃ ॥ যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ, কাম্বোজ-মৎস্য-কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম,-ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥' ইতি। অত্র কেচিদমলদর্শিনো ব্রহ্মসাযুজ্যাদি, কেচিত্তন্নিলয়মিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কেবল যে গোপবালকরা সন্তুষ্ট হলেন তাই নয়, দেবতারাও পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন, এই আশয়ে—পাপ ইতি। **পাপ**—পরম দুষ্ট জগৎ-উপদ্রাবক। **নিহতে**—'নি' 'নিতরাং' অত্যন্ত হতে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি রহিত মুক্তি প্রাপ্ত হলে। তথা চ দ্বিতীয় স্কন্ধে (৭।৩৪-৩৫) "প্রলম্ব-ধেনুক-বক-কেশী-বৃষাসুর-চানুর-মুষ্টিক-কংস-কুবলয়হস্তী-যবন, নরকাসুর এবং পৌণ্ড্রকাদি যারা সব এবং অপরাপর সাল্ব-কপি-বল্বল-দন্তবক্র-সপ্তবৃষ-সম্বর-বিদূরথ ও রুক্মি প্রমুখ বীরগণ তথা যারা যুদ্ধে অতিশ্লাঘা করে থাকেন এবং কম্বোজ-মৎস্য-কুরু সৃঞ্জয়-কৈকয়াদি যে সকল বীরগণ ধনু ধারণ করবেন—তারা বলরাম-ভীম-অর্জ্জুনাদির দ্বারা নিহত হবে—এর মধ্যে প্রলম্ব-খরাদি সাযুজ্য মুক্তি, আর পৌণ্ড্রক দন্তবক্রাদি বৈকুণ্ঠে গমন করবেন" ।। জী০ ৩২ ।।

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণি কৃত দশমে-অষ্টাদশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।